ফিলিপ কাহন ঃ বাঁশী পাগল এক সফটওয়্যার বিপ্লবী

আজম মাহমুদ

১৯৮২ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। দক্ষিণ ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগর উপকূল ঘেঁষা ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা অঞ্চলে বাস করতো একজন সাধারণ শিক্ষক। তিনি দিনের বেলায় পড়াতেন অঙ্ক আর রাত্রে বাজাতেন তার জ্যাজ স্যাক্সোফোনটি (বড় যান্ত্রিক বাঁশী)। এই নিয়েই মহাআনন্দে কাটছিল তার দিনগুলি। কিন্তু আকস্মিকভাবেই তার জীবনে প্রবেশ করলো একটা নতুন নেশা **Apple-II** কমপিউটার। কিছুদিনের মধ্যেই এটির প্রোগ্রাম তৈরীর পেছনে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করা শুরু করলেন এবং তার আমেরিকান স্যাক্সোফোন শিক্ষকটিকে জ্বালাতন করা শুরু করলেন মার্কিন কমপিউটার সাময়িকীসমূহে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য।

এই মানুষটির নাম ফিলিপ কাহন। কয়েক মাসে কাহনের এই কমপিউটার নেশা বাড়তে দেখে সেই মার্কিন শিক্ষকটি তাকে বললেন- 'তোমার মত মানুষরা এখানে নয়, তারা বাস করে ক্যালিফোর্নিয়ায়'। সেই গ্রীষ্মেই কাহন তার অ্যাপল ও বাঁশীটি নিয়ে পৌঁছে গেলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালিতে এবং প্রতিষ্ঠা করলেন তার নিজস্ব সফটওয়্যার কোম্পানি বোরল্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল।

কিছুটা বাধ্য হয়েই তিনি তার নিজ কোম্পানি শুরু করেছিলেন। মাইক্রোসফট ও ডিজিট্যাল রিসার্চ তার টার্বো প্যাসক্যাল বাজারজাত করতে রাজী না হলে কাহনের আর কোন পথ ছিলনা সামনে। প্রাথমিক উদ্দেশ্যটি ছিল কিছু পণ্য (সফটওয়্যার) বিক্রী করে সাচ্ছলভাবে জীবন-যাপন। এর আগে বেশ স্বল্প আয়ের মধ্যেই চলেছেন কাহন তাই তার তেমন কোন বৈষয়িক উচ্চাশা ছিলনা শুরুতে।

১৯৮৪ সালের জুনে কাহন ছাড়লেন তার প্রথম সফটওয়্যার সাইডকিক। যেটিকে সঠিক ভেবেছেন সে পথেই বোরল্যাণ্ডকে পরিচালিত করলেন তিনি। ব্যবহারকারীদের মধ্যমণি হতে চাইলেন কাহন। সফটওয়্যার কপি রাইট সংরক্ষণের দাবীতে এরপর তিনি একাই লড়লেন এই শিল্পকে সংরক্ষণের জন্য। আইবিদ্‌দের সাহায্য ছাড়াই তিনি লিখলেন যে, সফটওয়্যারকেও বিবেচনা করতে হবে একটা বই হিসেবে। তিনি ঘোষণা করলেন যে, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি এবং একচেটিয়া সুবিধার জন্য নয় বরং সৃষ্টিধর্মী উদ্ভাবনকে সুস্পষ্ট কপিরাইট আইন দ্বারা রক্ষা করা না হলে সফটওয়্যার ইণ্ডাষ্ট্রি কখনোই সমৃদ্ধিতর হতে পারবে না।

এরপর বহুল ব্যবহৃত অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যারসমূহের প্রতিযোগিতামূলক উন্নত ভার্সন ছাড়ার নতুন ভাবধারা চালু করলেন কাহন। কাহন অনুভব করলেন যে, একটা প্রতিষ্ঠানের সফটওয়্যার কাঠামোতে ভিত গড়তে পারাটাই ভবিষ্যতের জন্য অনুকূল বাণিজ্যিক সাফল্য আনতে পারে, পরবর্তীতে আপগ্রেডেড ভার্সন বিক্রীর জন্য।

স্প্রেডশীট সফটওয়্যারগুলির ক্ষেত্রে একটা সমস্যা অনুভব করে সাধারণ ব্যবহারকারীরা। যে মানুষটির একটি স্প্রেডশীট রয়েছে তিনি কখনো পরবর্তী উন্নত ভার্সনের জন্য আবার ৪৯৫ ডলার খরচ করতে যাবেন না। কাহন বললেন— 'মাত্র ৯৯ ডলারে আমাদেরটা ব্যবহার করে দেখুন না একবার!' তিনি প্রথম দেখালেন যে ভবিষ্যতের আয়ের একটা বড় অংশ আসবে আপ-গ্রেড ভার্সন বিক্রী করে যদি ইন্সটলড-বেস বা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিভূমি ব্যাপক করা যায়।

১৯৮৫ সালের জুনে বিশ্ব প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক দৈনিক দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় কমপিউটার বিশ্বের বাইরে বড় করে তুলে ধরে ফিলিপ কাহন ও বোরল্যাণ্ডকে।

বোরল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠার সময় যে কাহন অন্যের কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়ে এটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বিশ্বের তাবৎ ব্যবসায়ীর কাছে বাণিজ্যিক সাফল্যের প্রতীক ও স্বপ্নপুরুষ হয়ে উঠলেন। সবাই তাকে নকল করতে চাইল। প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ টার্বো প্যাসক্যাল দিয়ে যে কাহন ব্যবসা শুরু করেছিলেন আজ তার কোম্পানির বার্ষিক বিক্রী প্রায় ৭৬০ কোটি টাকা। কম মূল্যে সৃষ্টি ধর্মী সব পণ্য বিক্রী করে তিনি বোরল্যাণ্ডকে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহৎ সফটওয়্যার উৎপাদক বানিয়েছেন। ল্যাংগুয়েজসমূহ, ওয়ার্ড প্রসেসিং এবং ডাটাবেজ পণ্যে দৃশ্যত ব্যর্থতার পর টার্বো প্যাসক্যাল, সাইডকিক এবং স্প্রেডশীট কোয়াট্রো প্রোতে দারুন সফল ব্যবসা করে বোরল্যাণ্ড।

কাহন বলেন যে, সফটওয়্যার শিল্প তার বর্তমান ক্রেতাকূলকে সেরা সেবা দিয়েছে কিন্তু তারা বাজার প্রসারে ব্যর্থতা দেখিয়েছে। বছরে ১০০% বাজার বাড়া উচিত ছিল। আমরা সাধারন মানুষের একটা বিশাল ঢেউকে সহজ প্রযুক্তি দিয়ে কমপিউটার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়েছি।তবে একটা মৌলিক পরিবর্তনের উল্লেখ করে কাহন বলেন যে, এখন সফটওয়্যার নির্মাতারা ক্রেতারা কি তাদের কমপিউটারে চালাতে চায় তার ভিত্তিতেই তৈরী করছে পণ্য।

কাহনের বিশ্বাস করেন যে প্রযুক্তিবিদদের দিয়েই পরিচালিত হওয়া উচিত সফটওয়্যার কোম্পানীসমূহ। এতে শিল্প উন্নত রূপ পাবে। একটা প্রযুক্তিনির্ভর পণ্যের উৎপাদন এবং এটির গবেষণা ও উন্নয়ন পর্য্যায়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। এতে পুরো প্রক্রিয়াটি শক্তিশালী হয়। এতে ছন্দপতন হলে ক্ষতি অনেক বড়। বিশ্বে বাজার দখলকারী জাপানী প্রতিটি কোম্পানি যেমন হোণ্ডা, সনি, এনইসি ইত্যাদি পরিচালিত হচ্ছে প্রকৌশলী অথবা প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা। তাদের সাফল্য এজন্যই।।

'এরপর যদি কোন জাপানী ওয়ার্ডপ্রসেসর বা স্প্রেডশীটের আবির্ভাব হয় তাতে আমি আশ্চর্য্য হবোনা। সনি যে ছোট পেন কমপিউটিং ট্যাবলেটটি বের করেছে তার সফটওয়্যারটি ভীষণ ভালো'— বল্লেন কাহন।

কাহন বল্লেন, কমপিউটার একটা হাতিয়ার বিশেষ এবং তাকে আরো উন্নত হাতিয়ার হতে হবে।ভবিষ্যতে অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যারসমূহ আরো সমন্বিত হবে এবং বিশ্বব্যপী ছড়ানো তথ্য ভাণ্ডারে প্রবেশ একটা স্বাভাবিক ব্যাপারে দাঁড়াবে। কমপিউটার সংযোগ হবে সর্বব্যাপী, যেভাবে ফোন সিস্টেমে বিবর্তন ঘটেছে।

পেন কমপিউটিং-এর বড় সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে কাহন বলেন, এটা একটা স্বাভাবিক জিনিস। মাল্টিমিডিয়া অবশ্য পৃথক বিষয়। অফিসে এটির ব্যবহারের অনেক বাস্তব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সফটওয়্যার শিল্পে কাহন হচ্ছে একমাত্র কোম্পানী প্রধান, সবার জন্য যার দ্বার অবারিত। প্রতিদিন তিনি ২০০টির মত ইলেকট্রনিক মেইল ম্যাসেজ পান এবং উত্তর দেন। নতুন পণ্য পরিচিতি ও প্রকাশনা অনুষ্ঠানের জন্য নিজেই সফরে যান। কাজ পাগল কাহন ৪০ বছর বয়সে এখনো এক ঘন্টা করে প্রতিদিন তার প্রিয় বাঁশীটি বাজান। নিজের বিমান নিজেই চালান এবং ৫০ ফুট দীর্ঘ তরীটি নোঙ্গর করেন সান্তা ক্রুজ পোতাশ্রয়ে। ৩০ পাউণ্ড ওজন কমিয়ে এখনও তার ওজন ২৫৫ পাউণ্ড। খাওয়ার প্রতি লোভের বিরুদ্ধে সারাক্ষন লড়াই করে চলেন কাহন। তার অফিসে রয়েছে বিভিন্ন ব্যায়ামের সরঞ্জামাদি একটা হিমায়িত ঘোল (টক দই বিশেষ) মেশিন।

কাহন বলেন—'আমি যদি প্রতিদিন বাঁশী না বাজাই, বা আমার বিমানটি না চালাই বা সাইকেলটিতে না চড়ি তবে আমি বাঁচবো না। কাজে এসব আমাকে উদ্দীপনা ও সৃষ্টিশীল হওয়ার খোরাক যোগায়। কখনো ভোর ছ'টায় বা মাঝরাতে আমি একঘন্টা আমার বাঁশীটি বাজাই। আমার স্টুডিওটি বাসার বেসমেন্টে (মাটির নীচে) হওয়ায় এটি একটি একাকীত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে। আমি তালাবদ্ধ এই কক্ষে মনের আনন্দে বাঁশী বাজাই এবং কেউ তা শুনতে পায় না।

১৯৮৮ সালে জনপ্রিয় ডিবেজ সফটওয়্যারের প্রস্তুতকারক অ্যাশটন-টেট কোম্পানীর আয়তন ছিল কাহনের বোরল্যাণ্ডের চেয়ে তিনগুণ বড়। নতুন পণ্য বাজারে ছাড়তে বিলম্ব করায় অ্যাশটন-টেটের বিক্রী কমতে থাকলে বোরল্যাণ্ড এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অ্যাশটন-টেটের অগ্রবর্তী স্থান দখল করে নেয় এবং ১৯৯১ সালের জুলাইতে প্রায় সাড়ে সতের শ কোটি টাকায় অ্যাশটন টেটের শেয়ার খরিদ করে নেয় কাহন। বোরল্যাণ্ডের বিক্রী দ্বিগুণ হয়ে গিসি

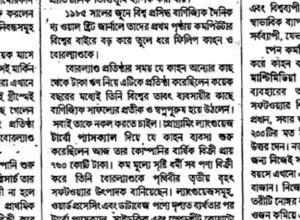

ফিলিপ কাহনঃ ফ্রান্সের শিক্ষকতা ছেড়ে তার বাঁশীকে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়াতে একটি অত্যন্ত সফল সফটওয়্যার কোম্পানী গড়ে তোলেন।

শিল্পে ডাটাবেজের এক নম্বর নির্মাতাতে পরিণত হয় তারা। বোরল্যাণ্ডের ক্যালিফোর্নিয়াস্থ স্কটস ভ্যালীতে স্থানান্তরিত হয় অ্যাশটন টেটের সদর দপ্তর।

তার কাছে আদর্শ নায়ক কারা জানতে চাওয়া হলে কাহ্ন সরাসরি বলেন, ব্যবসা নায়ক খোঁজার স্থান নয়। জীবনকে যারা সহজভাবে উপভোগ করতে জানে তারাই কাহ্নের নায়ক। তিনি বলেন- '১০ কিঃমিঃ রাস্তার দৌড়ের পাঁচ মাইলের মাথায় যে ৮০ বছর বয়স্ক মানুষটি তার নাতীকে সাথে নিয়ে দৌড়ে যখন আমাকে অতিক্রম করে তখন আমি হতবাক হয়ে যাই। আমার কাছে সেই নায়ক, অনেক বাণিজ্যিক নায়কের চেয়ে আমার কাছে সে বড়।'

ব্যবসায় আমি যে মানুষটির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি তিনি হলেন নোভেল নেটওয়্যার কোম্পানীর রে নোরডা। তিনিই এই শিল্পে একমাত্র মানুষ যার অধীনে আমি কাজ করতে প্রস্তুত। তিনি একটি ছোট কোম্পানীকে বিশাল মহিরুহে পরিণত করেছেন শ্রেফ সঠিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং অপ্রচিত আচরণ দিয়ে। কাহ্নের বাঁশীর নতুন সিডি রেকর্ডটির নাম 'ওয়াকিং ইন দ্য মুন।' এটি রেকর্ড করতে সময় লাগে তিনদিন। নিত্যদিনের ব্যবসায়িক একঘেঁয়েমির বাইরে এই তিনটি দিন তিনি বেশ আনন্দেই কাটান লস এঞ্জেলেসে। কাহ্নের একটি নিজস্ব রেকর্ডিং কোম্পানী রয়েছে (প্যাসিফিক হাই)। নিজের বাঁশীর রেকর্ড তিনি কখনো শোনেন না। কারণ তার ভুলগুলিই যেন সব সময় কানে প্রবেশ করে।

সংগীত তার কাছে সফটওয়্যারেরই মত। এটি জ্ঞান ও বুদ্ধির উৎস। গতকাল যে গান বাঁশীতে তোলেন কাহ্ন পরের দিন তা ভুলে আবার নতুন কিছু সৃষ্টি করেন নিবিষ্ট একাকিত্বে। এটিই তার সেরা পছন্দ।

তার জীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শ মানুষটি হচ্ছে তার মা ক্ল্যারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের বিরুদ্ধে ফরাসী প্রতিরোধের এক নিরলস সেনানী ছিলেন তার মা। জার্মান বন্দী শিবিরে তাকে অনেক দিন আঁটকে রাখা হলেও তিনি রক্ষা পান সৌভাগ্যক্রমে। কাহ্ন তার জীবনে প্রথম যে নারীটিকে চাতুরী করতে দেখেছেন তিনি তাঁর মা। কাহ্ন বলেন- 'তিনি গরীব হয়েও একটা মহান জীবন যাপন করে যান।'

স্পষ্টভাষী কাহ্ন দৃঢ়তার সাথে বলেন, যেদিন তিনি আর কোন ভালো কিছু করতে অক্ষম হবেন সেদিন তিনি ত্যাগ করবেন বোরল্যাণ্ড। এ মুহূর্তে তিনি সঠিক ভাবেই বোরল্যাণ্ডকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ফিলিপ কাহ্ন। ★

CUSTOMIZED SOFTWARE

AT INCREDIBLE PRICE

Cross the line between Ideas and reality.

Use customized, user friendly, Menu Driven Softwares.

Ready at hand :-

- Pay Roll (SOFTPAY)
- Order Management (SOFTOMS)
- Accounting (STLDGR)
- Store Management (SOFTSMS)
- Inventory & Production Management (IPMS)
- Sales & Production Planning (SPPS)

- We offer Computer Courses on popular packages & Programming languages.
- Special package for Manager's/Executives.
- Take our help to choose a complete system of Hardware & Software to meet your need.

Remember Computer & Customized Software costs very little compared to the benefit it provides.

CALL US NOW!
FOR FREE DEMO

SOFTEC SYSTEMS

17, Indira Road, Farmgate, Dhaka-1215.
Tel: 815220 Fax: 880-2-813468

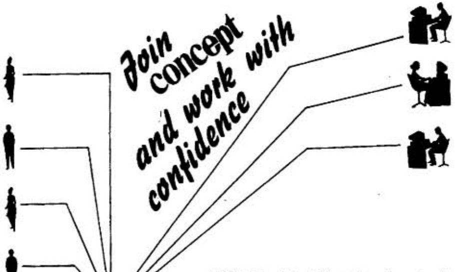

At Concept, since 1983 we have been teaching thousands of students in different Computer courses. Our students are now working successfully in different organizations. With their excellence, they not only built their carrier but also helped shaping the Computer Culture in the country.
And its not at all surprising as at Concept we not only teach, we go for the Computer Culture.

ESTD 1983

concept
COMPUTER NETWORK

Concept-Generating Computer People Since 1983.

House No : 1, 2nd floor. Road No : 2, Dhanmondi. Tel : 50 16 00